# দুই চ্যাম্পিয়নের সংযুক্তিতে প্রশ্ন অনেক

বঙ্গ-ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের জোড়া মুকুট। আইলিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। আইএসএলে এটিকে। চ্যাম্পিয়ন এই দুই দলের একে অপরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ভালোমন্দে আলোকপাত করলেন **সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

ছিটেফোঁটা যে আশাটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটাও এএফসির পাঠানো অভিনন্দন বার্তার পরে শেষ হয়ে গিয়েছে। যত অপছন্দই হোক লাল-হলুদ সমর্থকদের, এবারের আই লিগের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে মোহনবাগানকেই স্বীকৃতি জানিয়েছে স্বয়ং এএফসিও। ইতিহাসে লেখা থাকবে, নিজেদের শেষ আই লিগে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান।

শেষ পর্যন্ত কি আই লিগের বাকি ম্যাচগুলি হবে? বিশ্ব জুড়ে যে ভয়াল করোনা ভাইরাসের মারণ থাবা প্রসারিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত, তাতেই আটকে এবারের আই লিগের শেষ অংশ। তবে তা নিয়ে বিশেষ কেউ চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না। কারণটা স্পষ্ট। চার ম্যাচ বাকি থাকতেই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব নিয়ে আই লিগে এবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছে কিবু ভিকুনার মোহনবাগান। প্রথম দু'ম্যাচের পর থেকে টানা অপরাজিত থাকাই শুধু নয়, মনোমুগ্ধকর ফুটবলই এবার মোহনবাগানের সাফল্যের প্রথম এবং একমাত্র কারণ। এর জন্য সবথেকে বেশি কৃতিত্ব যাঁকে দিতে হবে তিনি কোচ কিবু ভিকুনা। কলকাতা লিগ থেকে পরপর টুর্নামেন্ট খেলিয়ে খেলিয়ে দলটাকে নিজের মতো করে তৈরি করে নিয়েছেন। প্রয়োজনের সময়ে দলে সঠিক পরিবর্ত নিতে রাজি হওয়া, কোনও বিশেষ ফুটবলারকে বাড়তি গুরুত্ব না দিয়ে দলের প্রত্যেককে নিয়ে চলার ক্ষমতা তাঁকে বাজি জিততে সাহায্য করেছে। প্রায় শুরু থেকেই বাকি দলগুলো এতটাই পিছিয়ে পড়ে যে তারাও আর উৎসাহ পাচ্ছে না পড়ে থাকা বাকি ম্যাচগুলো খেলতে।

এই পর্যন্ত হওয়া চিত্রনাট্য দুর্দান্ত। তরতর করে এগিয়েছে মোহনবাগানের আই লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের গল্প। কিন্তু হোঁচট এর পরেই। চ্যাম্পিয়নশিপের তখনও ঢের দেরি। হঠাৎই জানা যায় বহু ইনভেস্টার-স্পনসরের গল্প শোনানো কর্তারা শেষপর্যন্ত এটিকের সঙ্গেই গাঁটছড়া বেঁধেছেন আইএসএলে খেলতে। তখন থেকেই আশঙ্কা জমাট বাঁধা শুরু সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মনে। যা ঘন কালো হয়ে দেখা দিয়েছে কয়েক দিন হল। এতদিন আই লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের ঘোরের মধ্যে থাকলেও এবার এটিকে আইএসএলে চ্যাম্পিয়ন হতেই বোঝা গিয়েছে মোহনবাগানের অস্বস্তি।

এবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা এএফসির বিচারে মূলত তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। আইএসএলের লিগ পর্যায়ে সেরা হয়ে এফসি গোয়াই এখন আদতে দেশের এক নম্বর দল। এসিএলের মূল পর্বে খেলবে এই দলটাই। দ্বিতীয় স্থান মোহনবাগানের। কারণ তারা পাচ্ছে এএফসির মূল পর্যায়ে খেলার সুযোগ, সেখানে এটিকে পাচ্ছে যোগ্যতার্জন পর্ব। যদিও মোহনবাগানের সঙ্গে সংযুক্তির জন্য এটিকে খেলবে ওই মূল পর্যায়েই। তবু চ্যাম্পিয়ন হয়েই প্রথম সঞ্জীব গোয়েঙ্কা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, তাঁরা আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকেই আগামী মরশুমের কোচ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ হাবাসের থেকে এক ধাপ উপরে থেকেও চাকরি গেল কিবু ভিকুনার। শুধু সেখানে সুবিধা যতটুকু নেওয়ার নিল এটিকে কিন্তু কোনওরকম বোর্ড মিটিং ছাড়াই সিদ্ধান্তও নিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কাই। অর্থাৎ তিনি যতই বলুন না কেন, 'মোহনবাগান দাদা ক্লাব, এটিকে সেই তুলনায় বাচ্চা,' সেটা আদতে তাঁর মুখের কথাই। আদি এবং অকৃত্রিম মোহনবাগানিদের আদৌ পাত্তা দিচ্ছেন বলে দেখা যাচ্ছে না।

শুধু ভিকুনাই নয়, দলের আশি শতাংশ ফুটবলারকেই রাখবে না এবার সংযুক্ত এই দল। বা বলা ভালো এটিকে কর্তৃপক্ষ। এমনকি যে জোসেবা বেইতিয়া এবার সবুজ মাঠে ফুল ফুটিয়েছেন, ফ্রান গঞ্জালেজ ডিফেন্সের সঙ্গে সঙ্গে গোল করে মন ভরিয়েছেন, যে বাবা দিওয়ারার সংযুক্তিতে দলের চেহারাটাই বদলে গিয়েছে তাঁরা কেউ দলে নিশ্চিত নন। শুধুমাত্র ইস্টবেঙ্গল প্রস্তাব দিয়েছে জানার পরেই এটিকে কোচ নিজে ফোন করেন আশুতোষ মেহতাকে। এর বেশি আর কারও সম্পর্কেই বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। এখানে মোহনবাগানের যে তিন কর্তা বোর্ডে থাকছেন বলে শোনা যাচ্ছে সেই টুটু বোস, সৃঞ্জয় বোস ও দেবাশিস দত্তদের বিশেষ কোনও ভুমিকা থাকবে কিনা তা এখনও পরিষ্কার নয়।

মোহনবাগানের শীর্ষকর্তারা আপাতত নিজেদের জায়গাটুকু নিশ্চিত করতে পেরেছেন। কিন্তু ক্লাব? এটিকের সঙ্গে সংযুক্তিতে মোহনবাগান কতটা শতাব্দী প্রাচীন গৌরব নিয়ে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে আই লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উচ্ছ্বাসের রেশ

'খেলতে খেলতে' কেমন লাগছে জানান। অধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ক লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম-ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান 'খেলতে খেলতে', ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬। ই-মেল ঃkheltekhelteubs@gmail.com